[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফ্রান্স হামলা: হামলাকারী দিন কয়েক আগে তিউনিসিয়া থেকে এসেছিল

ফ্রান্সের একটি গির্জায় যে ব্যক্তি দুই নারীসহ তিনজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে, তিনি কয়েকদিন আগে তিউনিসিয়া থেকে এসেছিলেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত ২১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ইতালির রেড ক্রসের কাগজ উদ্ধার করা হয়। গত মাসে এক অভিবাসীবাহী নৌকায় ইতালির ল্যাম্পেডুসা দ্বীপে আসার পরে ওই কাগজটি তাকে দেয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশ তাকে গুলি করায় তিনি গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। নিস শহরের নটরড্যাম গির্জায় বৃহস্পতিবারের হামলার শিকার একজনকে প্রায় শিরশ্ছেদ করা হয়েছে।

এই হামলাকে ‘ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলা’ বলে অভিহিত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। তিনি বলেন, ‘গির্জা এবং স্কুলের মতো জনসমাগম স্থানগুলোতে সুরক্ষার জন্য সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার থেকে বাড়িয়ে সাত হাজার করা হবে। দেশটিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবারে ছুরিকাঘাতের এই ঘটনা এ মাসের শুরুর দিকে প্যারিসের উত্তর-পশ্চিমের একটি স্কুলের কাছে আরও একটি হামলার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন ছাত্রকে মোহাম্মদ (সা.) বিতর্কিত কার্টুন দেখানোর কারণে কয়েকদিন পর স্যামুয়েল প্যাতি নামে একজন শিক্ষককে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ড ফ্রান্সে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। মি. ম্যাক্রঁ কার্টুন প্রকাশের অধিকার রক্ষায় কট্টোরবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়।

নিস হামলার সন্দেহভাজনকে পুলিশ গুলি করার আগে সে বারবার ‘আল্লাহু আকবর’ বলে চিৎকার করছিল বলে জানা গেছে। বর্তমানে, সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটররা এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

হামলাকারীর কাছ থেকে একটি কোরআন, দুটি টেলিফোন এবং একটি ১২ ইঞ্চি ছুরি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধান সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটর জ্যঁ-ফ্রাসোয়া রিকার্ড। তিনি বলেন, আমরা হামলাকারীর একটি ব্যাগও পেয়েছি। এই ব্যাগের পাশে দুটি ছুরি ছিল যা আক্রমণে ব্যবহৃত হয়নি।

এদিকে, সৌদি আরবের জেদ্দায় ফরাসী কনস্যুলেটের বাইরে এক প্রহরীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত এক সন্দেহভাজনকে আটক করার খবর পাওয়া গেছে। আহত প্রহরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

কারা নিস হামলার শিকার হয়েছে?

বৃহস্পতিবার সকালে গির্জার ভেতরে ওই তিনজনের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। দু’জন গির্জার ভেতরেই মারা যান। ৬০ বছর বয়সী এক নারীর প্রায় শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং ৫৫ বছর বয়সী ব্যক্তির গলা কাটা হয়।

হামলার শিকার ওই ব্যক্তি গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে বলে জানা গেছে।

৪৪ বছর বয়সী অপর এক নারী বেশ কয়েকবার ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েও পাশের একটি ক্যাফেতে পালাতে সক্ষম হন, তবে পরে তিনি মারা যান।

পরে জানা যায় যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী অ্যালার্ম বাড়াতে সক্ষম হন। নাগরিকদের বিশেষ সুরক্ষা দিতে নগর কর্তৃপক্ষ এই অ্যালার্মটি স্থাপন করেছিল।

চারজন পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং হামলাকারীকে গুলি করে তাকে আটক করা হয় বলে পরেই সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটর জানান।

চার বছর আগে ফ্রান্সের এই নিস শহর ভয়াবহ হামলার শিকার হয়েছিল। ২০১৬ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দিবসের দিন একজন তিউনিসীয় জনতার ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৮৬জন নিহত হন।

ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রতিবেশী দেশ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, মিশর, কাতার এবং লেবাননসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এই হামলার নিন্দা জানায়।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

গণতন্ত্র উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি দেশের গণতন্ত্র ও সামগ্রীক সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম। যে দেশের গণমাধ্যম যত স্বাধীন ও শক্তিশালী সেই দেশের গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি চত্বরে সংগঠনটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে র্যালি উদ্বোধন করার আগে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আজকে সারাবিশ্বে গণমাধ্যম কর্মীদের ওপরে একটা চাপ সৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সেই চাপ অনেক বেশি আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা দেখেছি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে অনেক সংবাদকর্মীকে নিগৃহীত হতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদেরকে অনেক সময় কারাগারে যেতে হয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিভাজনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যার কুফল সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। যার ফলে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেটা আমাদের জন্য সুখকর বিষয় নয়। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আনন্দময় নয়। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি যেভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা আমাদের জন্য আশার একটা আলো দেখায়।

তিনি বলেন, আমরা মনেকরি গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনগুলো করা হয় এগুলো গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য

কখনও উপযোগী নয়। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে গণমাধ্যম মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভিন্নমতকে সহ্য করার যে সহনশীলতা সেটা ধীরে ধীরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

৮ ব্যক্তি ও ১ প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্বাধীনতা পদক

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে পদক তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক।

এ সময় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

এ বছর পুরস্কার পেয়েছেন- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দাস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, প্রয়াত কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ, প্রয়াত মুহম্মদ আনোয়ার পাশা ও আজিজুর রহমান।

চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক ডা. এ কে এম এ মুক্তাদির। সংস্কৃতিতে কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার পুরস্কার পেয়েছেন।

এছাড়া, শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে।

স্বাধীনতা পদক দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পুরস্কার। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

এর আগে করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়। একইসঙ্গে স্বাধীনতা পদক দেওয়ার কর্মসূচিটিও স্থগিত করা হয়েছিল। এখন এই পদক তুলে দেওয়া হলো।

১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে অনলাইন সংবাদ সম্মেলন এ ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বাতিল করা হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। নেয়া হবে না বার্ষিক পরীক্ষাও।

আফ্রিকা থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান নিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি

নাইজেরিয়ার সাবেক অর্থমন্ত্রীকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগের বিরোধিতা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ওই পদে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীকে দেখতে চায়। বুধবার মনোনয়ন কমিটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে নাইজেরিয়ার সাবেক মন্ত্রী নাগোজি ওকুনজো-আইউইয়ালাকে নিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করে।

নাগোজি নিয়োগ পেলে তিনিই হবেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে প্রথম নারী এবং প্রথম আফ্রিকান প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে এ সংস্থার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা সংস্থার সংস্কারের জন্য শীর্ষ পদটিতে আরেক নারী, দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী ইয়ো মিয়ং-হিকে দেখতে চায়।
যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা এই পদে এমন কাউকে চায় যার এ ক্ষেত্রে ‘বাস্তব’ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

‘চীনের সব আগ্রাসী পদক্ষেপ ঠেকাতে হবে ভারতকে’

কমান্ডারদের সম্মেলনে ভারতীয় সেনাকে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন চীনা সেনার দুরভিসন্ধির শেষ নেই। তাই প্রত্যেক মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে। চীনের প্রতিটি পদক্ষেপ দখলদারি মনোভাবমূলক। সেই সব আগ্রাসী পদক্ষেপ ঠেকাতে হবে ভারতকে।

সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর টুইট করেন রাজনাথ। সেখানে তিনি লেখেন, ভারতীয় সেনার প্রতিটি মুভমেন্টের জন্য গর্বিত তিনি। দেশের সম্পদ সেনা। দেশের প্রতিটি ইঞ্চিকে সুরক্ষা যোগাচ্ছে আমাদের সেনা।

ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার মত একাধিক বিষয় উঠে আসে তার বক্তব্যে। সূত্র: কলকাতা২৪

ফের বাড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি, বৃহস্পতিবার ঘোষণা

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি আরো বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে ছুটি কতদিন বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। বৈঠকটি বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেবেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, ‘বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এখন স্কুল-কলেজ খোলা সম্ভব হবে না। তাই চলমান ছুটি আরো বৃদ্ধি করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি রয়েছে। এর আগেই ছুটি বৃদ্ধির বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু ৩০ ও ৩১ অক্টোবর সরকারি ছুটি। তাই বৃহস্পতিবারেই এই বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে।’

তবে ছুটি কতদিন বৃদ্ধি করা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়তে পারে। তবে ছুটি কত দিন বাড়বে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত এ বিষয়ে জানানো হবে।

যে কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো ‘ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন’ বানান ইরফান

ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর (বরখাস্ত) মোহাম্মদ ইরফান সেলিম ও তার দেহরক্ষী মো. জাহিদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে দুইটি করে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে এ চারটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে পুরান ঢাকার এলাকায় চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও দখলদারিত্বের নিয়ন্ত্রণে ইরফান সেলিম ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেন্টার গড়ে তোলেন। পুরান ঢাকার চাঁন সরদার দাদা বাড়ি থেকে সামান্য দূরে চকবাজারের চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের ছাদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছিলেন ইরফান।

কন্ট্রোল রুমে ছিল অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) ডিভাইস। মদীনা আশিক টাওয়ারে এবং বাসার চার তলার নিজস্ব কক্ষে স্থাপন করেছিলেন ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন। ইরফান ও তার সহযোগিরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে চার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যোগাযোগ করতেন। চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য, দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সব ধরনের আলোচনার জন্য তার এবং বাহিনীর সদস্যদের জন্য ৩৮টি ওয়াকিটকি ব্যবহার করা হতো।

র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই-তিন বছর আগেই পুরান ঢাকায় নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে যোগযোগ চালাতে এই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা তার বাসায় স্থাপন করেন ইরফান সেলিম। গত কাউন্সিলর নির্বাচনের আগে মদীনা আশিক টাওয়ারের ১৭ তলায় ইরফানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভিএইচএফ ডিভাইস ও একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টেনা স্থাপন করেন। এসব ডিভাইস বিদেশ থেকে অবৈধ পন্থায় দেশে নিয়ে আসেন ইরফান। ভিএইচএফ ডিভাইসের মাধ্যমে কালো রঙের ওয়াকিটকি সেট ব্যবহার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কোনো

অনুমোদন ও লাইসেন্স ছিল না। নিজের আধিপত্য ও চাঁদাবাজি চালাতে অবৈধভাবে ওয়াকিটকি ব্যবহার করছিলেন ইরফান ও তার ক্যাডাররা।

র্যাব সূত্র জানায়, ইরফানের নিজস্ব ওয়্যালেস ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে যোগাযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শনাক্ত করতে পারতো না। এই অবৈধ সুযোগটি নিয়ে ইরফান অপকর্মের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং চাঁদাবাজি করতেন। এর জন্য ইফরান একটি ক্যাডার বাহিনী তৈরি করেন। প্রত্যেকের কাছে ছিল অবৈধ অস্ত্র। এর মাধ্যমে পুরান ঢাকার জনমানুষের মধ্যে ভীতি প্রতিষ্ঠা করে রাখতেন। এর জন্য চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের টপ ফ্লোরে ইরফানের একটি টর্চার সেল রয়েছে। যারা তার মতের বিরুদ্ধে যেতেন, তাদের ওই টর্চার সেলে এনে নির্যাতন চালাতেন এবং ভয়ভীতি দেখাতেন।

ইরফানের দেহরক্ষী ছিলেন ১২ জন। এদের মধ্যে জাহিদুল ইসলাম ছিলেন চকবাজারের একজন ত্রাস। দেহরক্ষীদের সবার সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র থাকতো বলেও তথ্য রয়েছে। আধিপত্যের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও হাজী সেলিমের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বেতনভুক্ত আরো ৩৫ জন ক্যাডার রয়েছে বলেও জানায় র্যাবের কর্মকর্তারারা।

র্যাবের একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, ইরফান প্রতি রাতেই মদ্যপান করে তার দুইটি বিদেশি কুকুর ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চকবাজার এলাকায় চক্কর দিতেন। পুরান ঢাকায় তাদের চলাচলে একটা আতঙ্ক বিরাজ করলেও ভয়ে কেউ কিছুই বলতেন না। পুরান ঢাকায় বিভিন্ন জমি দখলের বিষয় কিছু তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে র্যাব। হাজী সেলিম ও তার ছেলোরা পুরান ঢাকার কোনো জমি দখলের ক্ষেত্রে নিজেদের বেতনভুক্ত ক্যাডারের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার করতেন। তাদের দখলদারিত্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও সহায়তার জন্য চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) উপহারও দিয়েছেন তারা।

র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইয়ংয়ের পরিচালক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ বলেন, ‘নিজ বাসা ও তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ের উপরে ভিএইচএফ ওয়াকিটকি বেজ স্টেশনটি মূলত এলাকায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের খরচে অবৈধভাবে এটি স্থাপন করেছিলেন ইরফান সেলিম।’

তিনি বলেন, ইরফানের বাসা থেকে জব্দ হওয়া দুইটি বিদেশি পিস্তল ও মাদকদ্রব্যের বিষয়ে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে

অস্ত্র ও মাদক আইনে দুইটি এবং দেহরক্ষী জাহিদের বিরুদ্ধে একই আইনে দুইটি করে মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে মারধর ও হত্যার হুমকির ঘটনায় ইরফান সেলিমসহ তার দেহরক্ষী জাহিদুল ইসলাম, গাড়িচালক মিজানুর রহমান, মদীনা গ্রুপের প্রটোকল কর্মকর্তা এবি সিদ্দিক দিপু ও অজ্ঞাতনামা তিন জনসহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী লেফট্যানেন্ট। ওই রাতেই হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন ২৬ অক্টোবর দুপুরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুরান ঢাকার চকবাজারে চান সরদার দাদা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইরফানকে গ্রেফতার করে র্যাব।

অভিযানে অবৈধ দুইটি অস্ত্র, মদ, বিয়ার, ৩৮টি ওয়াকিটকি ও ভিএইএফ ডিভাইসযুক্ত ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন জব্দ করা হয়। এরপর মদ্যপান ও বেআইনিভাবে ওয়াকিটকি রাখার দায়ে ইরফানকে ১৮ মাসের সাজা দেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। তার দেহরক্ষী জাহিদুলকে বেআইনি ওয়াকিটকি ব্যবহারের জন্য ছয় মাসের করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২৯ দিনে ১৫ ধর্ষণ সাভার-আশুলিয়া-ধামরাইয়ে!

ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৯ দিনে শিশু ও গণধর্ষণসহ ১৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ধর্ষণে গ্রেফতারও হয়েছে অনেকেই, তবে দিন দিন বেড়েই চলছে এ ধরনের অপরাধ।

এলাকাবাসী বলছেন, সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৫টি। এসব ঘটনার দুই একটি কিছুদিন আগে ঘটলেও সময়ের মধ্যে প্রকাশ হয় এবং মামলা দায়েরসহ আসামিকেও গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে সাভারে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জন এবং পলাতক রয়েছে ১ জন।

আশুলিয়ায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, যার ভুক্তভোগী ২ কিশোরীসহ এক গৃহবধূ, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের চেষ্টাসহ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। এসব ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জন এবং পলাতক রয়েছে ১২ জন। আর ধামরাইয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১টি যার আসামিকে গ্রেফতার করা হয় গত ২১ অক্টোবর।

অন্যদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে সাভারের বাড্ডা ভাটপাড়া এলাকায় একটি বাড়িতে এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে হাসান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা বলছে, শিল্পাঞ্চল সাভার ও ধামরাইয়ে কর্মের আওতা বাড়ায় যেমন লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তেমনি পরিণত হয়েছে অপরাধীদের অভয়ারণ্য হিসেবেও। এখানে সহজেই বিচরণ করছে ধর্ষকের মত অপরাধীরা। তাই এসব শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে ধর্ষণের মত জঘন্য ঘটনা। কর্মমুখী মানুষের ভিড়ে সহসাই মিশে কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এই অপরাধীরা।

এবিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি তদন্ত সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কোন অপরাধীকে ছাড় নয়, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।